ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 27 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

১২৮

ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদে তুলকালাম, ৩ ঘন্টা ধরে ভাঙচুর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। গত রোববার রাতে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গেট ভেঙে একাডেমিক ভবন কাউন্সিল সিভিল ভবন, মেকানিক্যাল ভবন, আর্কিটেকচার ভবন ও সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়ায় ভাঙচুর চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গতকাল এক সভায় এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছে। কর্তৃপক্ষ ঘটনা তদন্তে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে।

পুরকৌশল (সিভিল) বিভাগের ২য় বর্ষ ১ম পর্বের ছাত্র দিপু চুরি করে তার এক সহপাঠিনীর ক্লাস পরীক্ষা দিয়ে দেওয়ার সময় অধ্যাপক আজাদুর রহমানের কাছে ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি গত মঙ্গলবার দিপুকে ২ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। পরে দিপুর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির মেয়াদ ১ বছরে নামিয়ে আনা হয়।

এদিকে দিপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ইউকসু নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের কাছে আবেদন জানায়। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানানুযায়ী তা করা সম্ভব নয়- জানিয়ে দিলে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য উত্তেজিত ছাত্ররা গত রোববার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া না দিলে ছাত্ররা গত রোববার রাত সাড়ে ১১টায় জোর করে বুয়েটের শহীদ মিনারের পাশের গেট খুলে ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় তারা কাউন্সিল ভবন, স্থাপত্য ভবন, পুরকৌশল ভবন, ইএমই ভবন, লাইব্রেরি কেন্দ্রীয় মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া ভবনের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। এ সময় মেকানিক্যাল ভবনে রক্ষিত কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কিছু আগে তারা কেমিকৌশল বিভাগের প্রধান ড. কাদের সপরিবারে নিজ গাড়িতে বাসায় ফেরার সময় তার গাড়ি ভাঙচুর করে। এতে মিসেস কাদের গাড়ির ভাঙা কাচে আহত হন। ছাত্রদের ৩ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ভাঙচুরে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গতকাল এক সভায় দোষীদের শাস্তি এবং ড. কাদেরের গাড়ি ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। এ ছাড়া তারা পূর্বঘোষিত সকল কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করে। গতকাল বিকালে উপাচার্যের কক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়র অধ্যাপক ও অফিস প্রধানদের সভায় এ ঘটনা তদন্তে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সূত্র জানিয়েছে, সভায় দোষী ছাত্রদের কালো তালিকা করা হয়েছে।